ইসলামিক ফাউন্ডেশন
হালাল সনদ বিভাগ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: halalcertificate@islamicfoundation.gov.bd

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন: হে মানব সকল পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা তোমরা আহার কর আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু(বাকারা:১৬৮)।

হালাল সনদ বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শরীয়া বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা এবং পণ্যের গুনগত দিক ও হালাল মান সম্পর্কে সং শ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে টেস্ট রি পোর্ট পাওয়ার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ প্রদান করে থাকে। হালাল সনদ একটি ধর্মীয় ইস্যু, হালাল সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে হালাল হারামের বিষয়টি জড়িত থাকায় আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৭ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অত্যন্ত সুনাম , দক্ষতা ও জবাবদিহিতার সাথে হালাল সনদ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ বিভাগ থেকে অদ্যাবধি খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রসাধন সামগ্রীর ২৩৮টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০০ পণ্যের অনুকূলে হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে হালাল সনদ গ্রহণ করে এ পর্যন্ত ৬২টি কোম্পানী তাদের ৬০০শর অধিক পণ্য মধ্যপ্রাচ্য , ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ , ইউক্রেন, জর্জিয়াসহ পৃথিবীর ৪৬টি দেশে রপ্তানী করছে। এই রপ্তানী দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক হালাল সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যাকিম মালয়েশিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে রিকগনাইজড হালাল সার্টিফিকেশন বডি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এ স্বীকৃতি অর্জনের ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদের গুরুত্বও বাড়ছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। ৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ওআইসি'র মহাসচিব-এর মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের হালাল পণ্যের মার্কেট রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ নিয়ে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানিকারকগণ এ বাজারে ইতোমধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে একজন পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, "হালাল সনদ নীতিমালা-২০২৩" ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে এবং নীতিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশ হয়েছে।